স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
Tel: 880 2 58155581 ; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: mohsin300864@yahoo.com; pd.hfmlip@lged.gov.bd ;
For more information visit: http://www.lged.gov.bd/ProjectComponents.aspx?projectID=6

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

আগস্ট ২০১৫

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

মুখবন্ধ

গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলজিইডি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলের (এলসিএস) ধারণা এলজিইডিতে প্রচলিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের সাথে সিবিআরএমপি প্রকল্পের জন্য জলমহাল ও খাল খনন কাজে এর প্রসার ঘটে। ফলশ্রুতিতে জলমহাল ও খাল খনন এর জন্য সার্বজনীন ব্যবহারযোগ্য একটি এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি এ লক্ষ্যেই তৈরী করা হয়। এলসিএস গঠন পদ্ধতি, চুক্তি, আর্থিক লেনদেন, পরিচালনা নির্মাণ, পূণঃনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় স্বচ্ছথাকার বিবেচনায় রেখে ২০০৮ইং সনে এলজিইডি'র মূল নির্দেশিকা ও সিবিআরএমপি প্রকল্পে জলমহাল ও খাল খনন কাজের লব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে এইচএফএমএলআইপি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

জলমহাল ও খাল পুনঃখনন, সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন কর্মকান্ডে এলসিএস পদ্ধতির কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দরিদ্র সদস্যগণ বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহন এর মাধ্যমে তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং মন্দা সময়ে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। তাছাড়াও এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে তাদের কাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

এই নীতিমালা প্রণয়ন এবং মাঠপর্যায়ে এর বারংবার প্রয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অনেকের প্রয়োজনীয় মূল্যবান মতামত সংগৃহীত হয়েছে, যা এই নির্দেশিকার সংযোজন -বিয়োজনে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রেখেছে।

এই নির্দেশিকা প্রণয়নে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আমি তাদের প্রতি

শেখ মোহাম্মদ মহসিন
প্রকল্প পরিচালক
এইচএফএমএলআইপি

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ১ ঃ	ভূমিকা	০৪
অনুচ্ছেদ ২ ঃ	এলসিএস এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৪
অনুচ্ছেদ ৩ ঃ	এলসিএস এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা	০৫
অনুচ্ছেদ ৪ ঃ	এলসিএস গঠনের পদক্ষেপসমূহ	০৫
অনুচ্ছেদ ৫ ঃ	এলসিএস সদস্যদের দায়িত্ব	০৬
অনুচ্ছেদ ৬ ঃ	স্কীমের প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া	০৭
অনুচ্ছেদ ৭ ঃ	এলসিএস এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন	০৭
অনুচ্ছেদ ৮ ঃ	এলসিএস সদস্যগনের প্রশিক্ষণ	০৮
অনুচ্ছেদ ৯ ঃ	সাইন বোর্ডের তথ্যাবলী	০৮
অনুচ্ছেদ ১০ ঃ	কার্য সম্পাদন পদ্ধতি	০৮
অনুচ্ছেদ ১১ ঃ	স্কীম পরিদর্শন পদ্ধতি	০৯
অনুচ্ছেদ ১২ ঃ	সাইড অর্ডার বুক	০৯
অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ	স্কীম পরিমান পদ্ধতি	০৯
অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ	অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া	১০
অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ	পারিশ্রমিক বন্টন	১১
সংযোজনী - ০১	প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ	১২-২৭

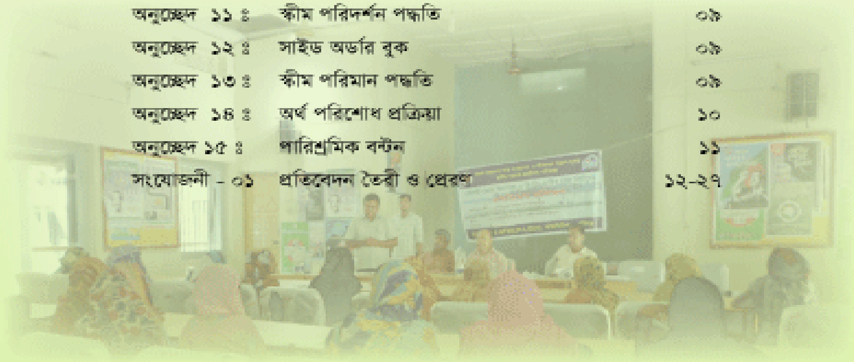

১। **ভূমিকাঃ** ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরাসরি অংশ গ্রহন ও নিয়োজিতকরনের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এলসিএস (চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল) একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় হতে এলজিইডি কর্তৃক এলসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (এইচএফএমএলআইপি) বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর কাজ এলসিএসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয়। এ পদ্ধতি একদিকে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে উপকৃত করছে, অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কাজের গুণগত মান অর্জনেও সহায়তা করছে। এইচএফএমএলআইপি এর নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত এলসিএস ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ২০০৪ ও সিবিআরএমপি প্রকল্পের এলসিএস ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১০ এর আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের আওতায় জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূলতঃ এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো। দারিদ্র দূরীকরণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য PPR-2008 (Regulation 18.4) এর Direct Procurement Method এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এলসিএস পদ্ধতি নির্ধারন করা হয়েছে।

২। এলসিএসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এলসিএসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা। প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত কার্যক্রমে এলসিএস পদ্ধতি প্রবর্তনের সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২.১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।
২.২. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে মালিকানাবোধ উন্নয়নের বিষয় নিশ্চিতকরণ।
২.৩. ক্ষুদ্রপরিসরে ভৌত কার্যক্রমে প্রকৃত অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন।
২.৪. মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিহার করে গরীব শ্রমিকের আয় বৃদ্ধিকরণ ও সঠিক মজুরী নিশ্চিতকরণ।
২.৫. দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ।
২.৬. ন্যায় ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুর্ ষের কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণীতকরণ।
২.৭. কাজের মন্দা সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মের সংস্থান নিশ্চিতকরণ।
২.৮. বৃহৎ পরিসরে কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ণ করা।

৩। এলসিএসের ক্ষেত্রসমূহঃ প্রকল্পের নিম্ন বর্ণিত কাজে এলসিএস নিয়োজিত হতে পারবেঃ

৩.১. বিল পুনঃখনন।
৩.২. বিল সংযোগ খাল পুনঃখনন।
৩.৩. সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন।

৪। যারা এলসিএস সদস্য হতে পারবেনঃ

৪.১ ঃ স্থানীয় দরিদ্র বেকার জনগন যারা মূলতঃ কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং যাদের আবাদী জমির পরিমান ২.৫০ একরের নীচে ।

৪.২ ঃ শারীরিকভাবে কর্মক্ষম, পূর্ণ বয়স্ক এবং কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী।

৫। এলসিএস সদস্য হবার ক্ষেত্রে যারা অগ্রাধিকার পাবেনঃ

৫.১ ঃ বাস্তবায়িতব্য স্কীম এলাকার দরিদ্র মহিলা যারা অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ এ প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ করবে।

৫.২ ঃ স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক (রাজমিস্ত্রী,সর্দার)।

৬। এলসিএস গঠনের পদক্ষেপসমূহঃ

৬.১ঃ এলসিএস গঠনঃ অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী অবশ্যই স্কীমের সংশি্ষ্ট গ্রামের জনগন হতে হবে। কোন কারনে সংশি্ষ্ট গ্রামে উপযুক্ত এলসিএস সদস্য না পাওয়া গেলে অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ শর্তাবলীর আলোকে অন্য যে কোন এলাকা থেকে শ্রমিক অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। এলসিএস এর আকার কাজের প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য এবং প্রাক্কলিত মূল্যের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারনভাবে এলসিএসের সদস্য সংখ্যা হবে ২০ হতে ৩০ জন। যদি কোন কারনে নির্ধারিত চুক্তি সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বর্ধিত করা যেতে পারে। নতুন এলসিএস গঠনের ক্ষেত্রে স্কীমের প্রাক্কলিত মূল্য ৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে একটি এলসিএস এবং অধিক হলে প্রতি ৩.০০ লক্ষ টাকার জন্য একটি হিসাবে একাধিক এলসিএস গঠন করতে হবে। তবে পুরাতন এলসিএসের ক্ষেত্রে এ সীমা ৬.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করা যাবে। দ্রুত সময়ে কাজ সম্পাদনের জন্য এলসিএস সদস্য সংখ্যার বাহিরেও অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে।

৬.২ ঃ এলসিএস সদস্য নির্বাচনঃ এসও(ফিস) ও এলসিএস অর্গানাইজারের সহায়তায় সংশি্ষ্ট গ্রামের অধিকতর দরিদ্র লোকদের সমন্বয়ে নির্ধারিত ছকে (সংযুক্তি-১) একটি তালিকা তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যের বাহিরে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য

আলাদা তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত তালিকা হতে পরবর্তীতে দরিদ্র লোকদের একটি চুড়ান্ত তালিকা (সংযুক্তি-২) তৈরী করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কমপক্ষে ৫০% সদস্য মহিলা হতে হবে।

৬.৩ ঃ উপজেলা প্রকৌশলী এলসিএস চুড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরন করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস অনুমোদন করবেন।

৬.৪ ঃ সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচনঃ প্রতিটি এলসিএস এ একজন করে সভাপতি ও সম্পাদক থাকবে যারা এলসিএস সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সভাপতি ও সম্পাদককে লেখাপড়া সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকতে হবে এবং এলসিএস এর খাতাপত্রসমূহ সংরক্ষনের সামর্থ থাকতে হবে।

৭। এলসিএস এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

৭.১ঃ এলসিএস সদস্যদের দায়িত্ব ঃ

৭.২ঃ এলসিএস দলের নিয়মনীতিসমূহ মেনে চলা।
৭.৩ঃ কাজসমূহের গুণগতমান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করা।
৭.৪ঃ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।

৭.২ ঃ সভাপতির দায়িত্বঃ

৭.২.১ ঃ প্রকল্পের সাথে কাজের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা।
৭.২.২ ঃ অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে একই মজুরীতে কাজ করা।
৭.২.৩ ঃ এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষন করা।
৭.২.৪ ঃ স্কীম সুপারভাইজারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা।

৭.৩ঃ সম্পাদকের দায়িত্বঃ

৭.৩.১ঃ প্রকল্পের সাথে কাজের চুক্তিনামায় যৌথ স্বাক্ষর (সভাপতিসহ) করা।
৭.৩.২ঃ চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা।
৭.৩.৩ঃ অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় একই মজুরীতে কাজ করা ।
৭.৩.৪ঃ এলসিএস দলকে নেতৃত্ব প্রদান।
৭.৩.৫ঃ এলসিএস সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন।
৭.৩.৬ঃ প্রকল্পের SAE এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাকে সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা।

৭.৩.৭ঃ বিল এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করা, এলসিএস সদস্যদের মজুরী যথাসময়ে পরিশোধ এবং এলসিএস এর একাউন্ট সংরক্ষণ করা।

৮। স্কীমের প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

৮.১। স্কীম চিহ্নিতকরণের পর এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ার এবং প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে যৌথভাবে পরিচালিত জরীপের মাধ্যমে কাজের পরিমাপ নির্ণয় এবং বর্তমানে প্রচলিত এলজিইডি'র রেট সিডিউল অনুসারে এবং প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক কাজটির প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। এখানে উলে□খ থাকা প্রয়োজন যে, এলজিইডি'র রেট সিডিউল অনুসারে যে বিল/খালের জন্য Lead, Lift প্রযোজ্য সেই হিসাবে প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে। এলসিএসের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রতিটি স্কীম তৈরী করতে হবে।

৮.২। স্কীমের প্রাক্কলন তৈরীর পর তা অনুমোদনের নিমিত্তে জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর জেলা কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটরগন এক্সপার্ট ও কমিউনিটি ইনফ্রাষ্ট্রাকচার কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এর সহযোগিতায় প্রকল্প সমন্বয়কারী নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে উক্ত প্রাক্কলন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরন করবেন।

৮.৩। প্রকল্প পরিচালক নীতিমালা মোতাবেক প্রাক্কলন অনুমোদিত করবেন।

৯। এলসিএসের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক এলসিএস অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস'র সঙ্গে ৩০০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে একটি চুক্তিপত্র (সংযুক্তি-৩) সম্পাদন করবেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে স্থানীয় দর যাচাই করে যুক্তি সংগত দর স্থিরকরনপূর্বক (যা কোন অবস্থায়ই প্রক্কলিত ব্যয়ের অধিক হবে না) চুক্তিমূল্য নির্ধারনপূর্বক উক্ত মূল্যে এলসিএস এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং স্থিরকৃত দরের আলোকে Bill of Quantity (BOQ) তৈরীপূর্বক চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। Bill of Quantity (BOQ) তৈরীর সময় ১০% এলসিএস লভ্যাংশ বিবেচনায় নিতে হবে যা কাজ সমাপ্তির পর এলসিএস সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে।

১০। এলসিএস সদস্যগনের প্রশিক্ষণঃ

১০.১ঃ এলসিএস সদস্যগণকে সুনির্দিষ্ট কাজের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিটি এলসিএস এর জন্য কাজ শুরুর পূর্বে কাজের পরিকল্পনা, সময়-সীমা, বাজেট, শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং এলসিএসের পর্যায়ের দায়িত্বশীল ইত্যাদি বিষয়ে ১ দিন, নির্মাণ কাজ চলাকালীণ নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ১ দিন ও কাজ শেষ হওয়ার পর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ১ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০.২ঃ প্রশিক্ষণের আয়োজন, পরিচালনা এবং সুযোগসুবিধা সার্বিকভাবে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, উপজেলার প্রকৌশলীর সমন্বয়ে এবং এসএই ও সংশি□ষ্ট এসএমএস (ফিস), এসও (ফিস) এবং এলসিএস অর্গানাইজারের সহযোগীতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণের বিষয় সুচীতে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়, সামাজিক সচেতনতা নেতৃত্ব উন্নয়ন, সংগঠনের গতিশক্তি/গতিশীলতা, পরিবীক্ষণ এবং জেন্ডার ইস্যু অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

১১। সাইনবোর্ডের তথ্যাবলীঃ

কাজের শুরুতেই কার্য এলাকায় ১১০০mm X ৭০০mm পরিমাপের একটি সাইন বোর্ড নির্দিষ্ট তথ্যসহ স্থাপন করতে হবে। যার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

উপ-প্রকল্পের নাম ঃ
কাজের নাম ঃ
কাজের অবস্থান
এলসিএস চুক্তি নং- চুক্তিমূল্যঃ
সভাপতির নামঃ সেক্রেটারীর নামঃ
কাজ আরম্ভ করার তারিখ কাজ সমাপ্ত করার তারিখ।
কাজের বর্ণনা একক পরিমান দর (টাকা) মোট টাকা

১২। কিভাবে কার্য সম্পাদিত হবেঃ

১২.১ঃ মাটি খননের কাজের চুক্তি অবশ্যই যত্ন সহকারে করতে হবে। বিশেষভাবে এরূপ কর্মকান্ডের পরিকল্পনায় আগাম বৃষ্টিজনিত কারন কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন বাহ্যিক প্রতিকূলতার সময়কালকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

১২.২ঃ যে কোন এলসিএস বাতিলের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলীর যৌথ সুপারিশে নির্বাহী প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। একই প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী নতুন এলসিএস যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১২.৩ঃ যদি কোন এলসিএস সদস্য অসুস্থ্য হয় তবে প্রদত্ত তালিকা থেকে এলসিএস নতুন সদস্য নির্বাচন করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এসও (ফিস) ও এলসিএস অর্গানাইজারের পরামর্শক্রম নতুন সদস্য ভর্তি করতে হবে। তবে আশা করা যায় যে, যদি কোন অসুস্থ্য পরিবারের অন্য সদস্য এলসিএস এ অর্ন্তভূক্তির জন্য সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহলে তাকে এলসিএস এ অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে তার নাম তালিকায় না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার নাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে।

১৩। স্কীম পরিদর্শন পদ্ধতিঃ

প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এসএমএস (ফিস), এসও (ফিস) ও এলসিএস অর্গানাইজার সার্বক্ষনিক উক্ত কাজ পরিদর্শন করবেন। প্রকল্প ও এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত SAE নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুণগতমান যাচাই করবেন এবং যদি পরিকল্পনার সাথে কাজের কোন ব্যবধান পাওয়া যায় তাহলে তা সমাধানের জন্য এলসিএসকে পরামর্শ দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট এসও (ফিস) ও এলসিএস অর্গানাইজারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করবেন। এসও (ফিস) ও এলসিএস অর্গানাইজার নিয়মিত এলসিএস এর হাজিরা বই যাচাই করবেন এবং কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করবেন (মনিটরিং সীট সংযুক্ত)। একটি সার্বিক সহযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে পর্যাবেক্ষণকারী টিমকে ভূমিকা রাখতে হবে যাতে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদন করা যায়।

১৪। সাইট অর্ডার বুকঃ

স্কীমের কাজ শুরুর পূর্বে অবশ্যই প্রতিটি এলসিএসকে সাইট অর্ডার বুক সরবরাহ করতে হবে। উক্ত বুকে প্রকল্প/এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতামত নিতে হবে এবং প্রদত্ত মতামত অনুসারে গুণগত মান বজায় রেখে উক্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১৫। স্কীম পরিমাপ পদ্ধতিঃ

উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে প্রকল্পের SAE এবং এলজিইডির সার্ভেয়ার /SAE, এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারীর উপস্থিতিতে প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে। কাজ শুরুর ২টি প্রিওয়ার্ক গ্রহণের সময় এবং কাজ শেষে পোষ্ট ওয়ার্ক গ্রহণের সময় প্রতিটি স্কীমের ভিডিও চিত্র এবং স্থির ছবি ধারন করতে হবে। পরিমাপ বহিতে এলসিএস এর সভাপতি ও সেক্রেটারী যথাযথভাবে স্বাক্ষর করবেন। স্কীম সম্পন্ন হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পোষ্ট-ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে এবং পোস্ট-ওয়ার্ক সম্পন্নের ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত বিল প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। এলসিএস এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে। চূড়ান্ত বিল অবশ্যই চুক্তি মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে।

জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

১৬। অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়াঃ

১৬.১ঃ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ দিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদা মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি প্রদান করবেন।

১৬.২ঃ এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এলসিএস যথারীতি রেজুলেশন ও অর্থ চাহিদা ফরম (সংযুক্তি-৪) উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন এবং যথারীতি প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। সম্পন্ন কাজের পরিমাপ গ্রহণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে

১৬.৩ঃ এলসিএস কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর সুপারিশ ব্যতীত ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে না। বিষয়টি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে। প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী /উপজেলা প্রকৌশলীর মধ্যে একজনের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমতি ছাড়া একক স্বাক্ষরে অগ্রীম/চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না।

১৬.৪ঃ প্রতি এলসিএস'র পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে। তবে, প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ কিস্তির বিভাজন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবেন।

কিস্তি পরিমাণ	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রীম)	চুক্তিমূল্যের ৪০%	৪০%	-
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ৪০%	৮০%	৫০-৭০%
তৃতীয় চূড়ান্ত	চুক্তিমূল্যের ২০%	১০০%	১০০%

১৬.৫ঃ চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের পূর্বে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে ।

১৬.৬ঃ চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কাজের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে বিল প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম কিস্তির টাকার জন্য "অগ্রীম অর্থ চাহিদা ফরম"পূরণ করতে হবে। অগ্রীম অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমনঃ কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি ক্রয় করতে হবে। এ ছাড়া এলজিইডি'র পরীক্ষাগারে ও মাঠ পর্যায়ে যে সকল মান নিয়ন্ত্রন পরীক্ষা এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত হবে সে বাবদ ব্যয় নির্ধারিত

হারে বিল হতে কর্তন করতে হবে এবং কর্তনকৃত অর্থ এলজিইডি'র নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী'র স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। একই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত বিল (সংযুক্তি-৫) সম্পাদন করতে হবে।

১৭। পারিশ্রমিক বন্টনঃ

এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারী নির্ধারিত ফরম মোতাবেক একটি দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার পূরন করবে এবং রেজিষ্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সোস্যাল অর্গানাইজার/এলসিএস অর্গানাইজার সদস্যদের মধ্যে অর্থ পরিশোধ সরেজমিনে উপস্থিত থেকে নিশ্চিত করবেন এবং সদস্যদের পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরমে (সংযুক্তি-৬) প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর করবেন। পারিশ্রমিক বন্টনের কাজটি উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সোস্যাল অর্গানাইজার/এলসিএস অর্গানাইজার এর উপস্থিতিতে নির্ধারিত স্থানে সম্পন্ন করতে হবে।

১৮ । কার্যসম্পাদনের কর্মপরিকল্পনা তৈরীঃ

এলসিএস এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সারাবছর ব্যাপী কার্যক্রম চালু রাখতে হয়। পরবর্তীতে স্কীম অনুমোদিত হলে সংযুক্তি-৭ মোতাবেক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১৯। প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণঃ

প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সোস্যাল অর্গানাইজার/এলসিএস অর্গানাইজার সমস্ত তথ্য সংরক্ষন করবে এবং উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে সংযুক্তি-৮ মোতাবেক প্রতিবেদন সাপ্তাহিক ভিত্তিকে প্রতি বহিঃবার ই-মেইলের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করেত হবে এবং জেলা সমন্বয়কারী, নির্বাহী প্রকৌশলীকে সিসি কপি দিতে হবে। উক্ত প্রতিবেদন তৈরীতে এসএমএস (ফিস) সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। অত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পর জেলা সমন্বয়কারী সকল উপজেলার প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ তৈরী করে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরন করবেন ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন। স্কীম সমাপ্তির পর সংযুক্তি-৯ মোতাবেক স্কীম অনুযায়ী সমাপনী/চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করে উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। এ ছাড়াও উক্ত প্রতিবেদনগুলি সংশি্লষ্ট স্কীম ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। ফাইল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এলসিএস অনুযায়ী সংযুক্তি-১০ মোতাবেক ফাইলটি সংরক্ষণ করতে হবে।

জলমহাল ও খাল উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

(সংযুক্তি-০১)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা-----------------

শ্রমিক বাছাই ফরম

স্কীমের নাম : ---------------- অবস্থান : ---------------- ছক পূরনকারীর নাম : ----------
ইউনিয়ন : ---------------- উপজেলা : ---------------- জেলা : ---------- তারিখ----------

ক্র. নং	শ্রমিকের নাম	পুরুষ/মহিলা	পিতা/স্বামীর নাম	মাতার নাম	বয়স	গ্রাম	পেশা			নিজস্ব জমির পরিমাণ (একর)			পারিবারিক [illegible]		নিজস্ব [illegible]	পরিবার প্রধান		পরিবারের সদস্য সংখ্যা	উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
							পূর্বে	শ্রমিক	অন্য শ্রমিক	বসতভিটা	আবাদী	মোট	[illegible]	[illegible]		নারী	পুং			

স্বাক্ষর :
এসএম (ফিস)/এলসিএস অর্গানাইজার
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর :
এসএমএস (ফিস)
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল) সহ :

স্বাক্ষর :
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

(সংযুক্তি-২)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

তারিখ ....

এলসিএস গঠন

স্কীম কোড নং : ....
স্কীমের নাম : ....
ইউনিয়ন : ....
উপজেলা : ....
জেলা : ....
এলসিএস সভাপতির নাম : ....
সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নাম : ....

ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক) হিসাবের নাম : ....
খ) একাউন্ট নম্বর : ....
গ) শাখা : ....
ঘ) ব্যাংকের নাম : ....
ঙ) একাউন্ট পরিচালনাকারী : ....

ক্র. নং	এলসিএস সদস্যের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর	মন্তব্য

স্বাক্ষর
এসও (কিস)/এলসিএস অর্গানাইজার
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর
নির্বাহী প্রকৌশলী,
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

(সংযুক্তি-৩)

প্রকল্প ও এলসিএস'র মধ্যে চুক্তিপত্র

এ চুক্তিপত্র হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত খাল/বিল পুনঃখনন কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য ------------------ - ইং তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হল।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে জনাব------------------ --------------, নির্বাহী প্রকৌশলী, --------------------------জেলা [প্রথম পক্ষ]।

এবং

.... জেলার অর্ন্তগত --------------------উপজেলার-------------------- ইউনিয়নের ও----------------------- গ্রামের অধীনে এইচএফএমএলআইপি, কর্তৃক গৃহীত বিল/খাল পুনঃখনন স্কীমের আওতায়--------------------------- এলসিএস'র পক্ষে সভাপতি জনাব--------------------------------, পিতা/স্বামী-------------------------, মাতা------------------------- গ্রাম ----------ইউনিয়ন --------------------, এবং এলসিএস'র সেক্রেটারী জনাব -----------------------, পিতা/স্বামী----------------------, মাতা------------------------------, গ্রাম----------------------, ইউনিয়ন-------------- ----------, অতঃপর এলসিএস হিসাবে বিবেচিত [দ্বিতীয় পক্ষ]।

যেহেতু, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকারী (--------------------------------------) কাজটি এলসিএস'র মাধ্যমে সম্পাদন করতে আগ্রহী এবং এলসিএস প্রতি ঘনফুট মাটির লীড লিফটসহ একক দর------------টাকা মোতাবেক মোট (-----------------------------) টাকা চুক্তিতে -------------------- দিনের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, পক্ষদ্বয় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত শর্ত সম্বলিত এ চুক্তিনামা----------------ইং তারিখে স্বাক্ষরে সম্মত হল।

দফা-১	:	এ চুক্তিপত্রে ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্যই প্রযোজ্য
দফা-২	:	এ চুক্তিপত্রের অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত দলিলসমূহ গঠিত ও পঠিত হবে : ক. কাজের দফা, পরিমাণ ও দর সম্পর্কিত দলিলাদি (Bill of Quantities) খ. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ পদ্ধতি গ. নকশা ঘ. এলসিএস সদস্যদের অনুমোদিত তালিকা

দফা-৩	ঃ	পূর্বোল্লিখিত দলিলসমূহ প্রত্যেকটি একে অপরের পরিপূরক এবং পারস্পরিক ব্যাখ্যায়িত। তবে কোন সন্দেহ অথবা অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী বিবেচিত হবে।
দফা-৪	ঃ	নিয়োগকারীর লিখিত আদেশের ভিত্তিতে উল্লিখিত কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজ শুরুর আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এলসিএসকে কাজ শুরু করতে হবে।
দফা-৫	ঃ	চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ প্রকল্পের কাজ করবে। তবে অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা, অথবা সামাজিক/ধর্মীয়/মানবিক প্রেক্ষাপটে কোন এলসিএস সদস্যকে একই জেন্ডারের (পুরুষের স্থলে পুরুষ এবং মহিলার স্থলে মহিলা) নিকট-আত্মীয় দ্বারা বদলী করা যাবে, তবে কোন অবস্থাতেই তা ৭ দিনের বেশী হবে না। এক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যের বাহিরে অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য আলাদা তালিকা প্রণয়ন করা যাবে।
দফা-৬	ঃ	এলসিএস সদস্যদের মধ্যে কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সমস্যা দেখা দিলে এলজিইডি/প্রকল্পের কর্মকর্তা তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।
দফা-৭	ঃ	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদা মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি প্রদান করবেন। এলসিএস এর একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এলসিএস যথারীতি রেজুলেশন ও অর্থ চাহিদা ফরম (সংযুক্তি-৪) উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী এলসিএস এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন এবং যথারীতি প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন । সম্পন্ন কাজের পরিমাপ গ্রহণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে প্রতি এলসিএস'র পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। তবে পরিস্থিতি,পরিবেশ এবং দ্রুত কাজ বাস্তবায়ন করার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ কিস্তির টাকা দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন । ব্যাংক থেকে এলসিএস কর্তৃক টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংগঠনের রেজুলেশন ও উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প সমন্বয়কারীর সুপারিশ থাকতে হবে।

সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্ন লিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করা হবেঃ

কিস্তি	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রীম)	চুক্তিমূল্যের ৪০%	৪০%	-
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ৪০%	৮০%	৫০-৭০%
তৃতীয় ও চূড়ান্ত	চুক্তিমূল্যের ২০%	১০০%	১০০%

চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলসিএস অর্গানাইজার/এসও (ফিস) এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারীর সমন্বয়ে যৌথভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সম্পন্ন করে সম্পাদিত কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করতে হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী'র স্বাক্ষরে প্রস্তুতকৃত বিল জমা দিতে হবে। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প সমন্বয়কারী যৌথভাবে চূড়ান্ত বিল প্রত্যয়ন করবেন ও পরিশোধের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরীপ সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

দফা-৮	ঃ	প্রথম কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য ''অগ্রীম অর্থ চাহিদা ফরম''পূরণ করতে হবে। অন্যান্য এবং চূড়ান্ত কিস্তির টাকা উত্তোলনের জন্য '' বিল চাহিদা ফরম'' পূরণ করতে হবে। বিল চাহিদা ফরম প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে ১ম পক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
দফা-৯	ঃ	চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারীর সমন্বয়ে যৌথভাবে পোষ্টওয়ার্ক জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। কাজ সমাপ্তির নোটিশ উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট পেশ করার ৭ দিনের মধ্যে যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরিপ সম্পন্ন করতে হবে। যৌথ পোষ্টওয়ার্ক জরিপ সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করতে হবে।
দফা-১০	ঃ	মাটির কাজের প্রি-ওয়ার্ক এবং পোষ্ট ওয়ার্ক জরিপের ভিত্তিতে প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজের পরিমান হিসাব করে 'পরিমাপ বই' এ নথিভুক্ত করবেন।

দফা-১১	ঃ	সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ প্রতিটি এলসিএস সদস্য মাটির কাজে অংশগ্রহন করবে এবং মহিলা ও পুরুষ সমানভাবে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ পাবে। কোন অবস্থায় কাজ করা ব্যতিরেকে এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী বা অন্য কোন সদস্য পারিশ্রমিক গ্রহন করতে পারবে না। এ নীতির বাস্তবায়ন ' নিশ্চিত করতে এলসিএস সেক্রেটারী নির্ধারিত ফরমে একটি দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার পূরণ করবে এবং এ রেজিষ্টার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারী সকল কিস্তির অর্থ বন্টনকালে সদস্যদের অর্থ পরিশোধ ফরম পূরণ করবেন। এলসিএস সদস্যদের চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধের সময় হাল নাগাদ হাজিরা ও গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। অর্থ পরিশোধ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে হবে।
দফা-১২	ঃ	এলসিএস'র সভাপতি/সেক্রেটারী মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত সদস্যদের মাঝে বিতরনকৃত সকল অর্থের হিসাবাদি নথিভূক্ত করে রাখবে, যা পরবর্তীতে অডিট করার সময় প্রয়োজনে পেশ করতে হবে।
দফা-১৩	ঃ	এলসিএস'র সভাপতি কর্তৃক কাজের লেনদেনকৃত সকল অর্থের হিসাব উপজেলা প্রকৌশলী এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা নিরীক্ষা করবেন।
দফা-১৪	ঃ	যদি কোন কাজ একেবারেই করা না হয় বা আংশিক করা হয় অথবা স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী না হয় তবে ১ম কিস্তির অগ্রীমসহ অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ টাকা এলসিএস চেকের মাধ্যমে প্রকল্প তহবিলে ফেরত প্রদান করবে।
দফা-১৫	ঃ	এলসিএস নিজ দায়িত্বে স্কীমের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, কাজের পরিমাণ এবং এলসিএস'র সভাপতি এবং সেক্রেটারী নাম সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড কাজের স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবে (নমুনা সাইনবোর্ডের ফরমেট মোতাবেক)।
দফা-১৬	ঃ	কোন পক্ষ উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত যে কোন শর্তের বরখেলাপ করলে নিয়োগকারী অথবা এলসিএস উভয়ই অত্র দলিলে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে পারবেঃ
		ক. কর্মসূচীতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এবং/অথবা নিয়োগকারী দ্বারা অনুমোদিত না হয়ে এলসিএস কর্তৃক কাজ বন্ধ করা
		খ. চুক্তি মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'কে কাজ বন্ধের জন্য সাময়িকভাবে নির্দেশ প্রদান করা এবং ঐ নির্দেশ ১৪ দিনের মধ্যে অনুসরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে;

দফা-১৬	ঃ	গ. নিয়োগকারী কর্তৃক এলসিএস'র কাজের কোন নির্দিষ্ট সমাধানে অপরাগতার কারনে চুক্তি ভংগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং নিয়োগকারীর বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এলসিএস কর্তৃক নির্দিষ্ট ত্রুটি সমাধানে অকৃতকার্য হওয়া;
		ঘ. যুক্তিসংগত কারন ছাড়া এলসিএস কর্তৃক কাজ সম্পন্ন করতে দেরী হওয়া ;
		ঙ. সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশকৃত বিল সুপারিশ প্রদানের তারিখ হতে ১ মাস এলসিএস'কে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বিল প্রদান না করা;
		চ. এলসিএস'র সভাপতি/সেক্রেটারী কর্তৃক একই কাজের বিনিময়ে মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিক প্রদান করা;
		ছ. এলসিএস গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকা লংঘন করে এলসিএস দল গঠন;
দফা-১৭ ঃ		চুক্তি মোতাবেক কোন কাজ নির্ধারিত সময়ে না হলে, বা অসম্পূর্ণ থাকলে বা কাজের মান সন্তোষজনক না হলে কাজের বিপরীতে গৃহীত সমস্ত অর্থ এলসিএস ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে। যুক্তিসংগত কারণের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তবে তা কোন অবস্থাতেই ১৫ (পনের) দিনের বেশী হবে না। আলোচ্য দফার ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃক দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

স্বজ্ঞানে, সুস্থ্য মস্তিকে এবং অন্য কাহারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে উপরোক্ত শর্তসমূহ পড়ে ও বুঝে (বা অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ও বুঝে) নিম্নে উল্লিখিত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অত্র চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলাম।

১। স্বাক্ষর ঃ ---------------------------
নাম ঃ ---------------------------
সভাপতি
এলসিএস দল নং

১। স্বাক্ষর ঃ ---------------------------
নাম ঃ ---------------------------
নির্বাহী প্রকৌশলী
জেলা ঃ---------------------

১। স্বাক্ষর ঃ ---------------------------
নাম ঃ ---------------------------
সেক্রেটারী
এলসিএস দল নং

২। স্বাক্ষর ঃ ---------------------------
নাম ঃ ---------------------------
জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী
জেলা ঃ---------------------

স্বাক্ষীঃ
১। স্বাক্ষর ঃ ---------------------------
নাম ঃ ---------------------------
ঠিকানা ঃ---------------------------

স্বাক্ষীঃ
২। স্বাক্ষর ঃ ---------------------------
নাম ঃ ---------------------------
ঠিকানা ঃ---------------------------

মাটির কাজের (বিল খনন) টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধতিঃ

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভূক্ত বিল খননের কাজ অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধতি অনুসরন করে এবং কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীর নির্দেশ ও ডিজাইন মোতাবেক সম্পন্ন করাতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এইচএফএমএলআইপি প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং এলসিএস সভাপতি/সেক্রেটারী যৌথভাবে মাঠে গিয়ে খনন নকশার লে-আউট দিবেন।

৩. বিলের কেন্দ্র রেখা বরাবর প্রতি ১০০ মিটার দূরত্বে খুঁটি পুঁতে বিলের কেন্দ্র বিন্দু চিহ্নিত করাতে হবে। বিলের গভীরতা ও পার্শ্বঢালের (১ঃ১০) উপর নির্ভর করে বিলের উভয় পার্শ্বের শেষ প্রান্ত চিহ্নিত করাতে হবে।

৪. প্রতি ১০০ মিটার পর পর ন্যূনতম ৬০ মি.মি. ব্যাসের পরিপক্ক বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাটা পেরেক লাগিয়ে এবং দড়ি/রশি দিয়ে প্রোফাইল দাড় করাতে হবে।

৫. কাজ শুরুর পূর্বে কোন প্রকার আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৬. বিল পুনঃ খননের ক্ষেত্রে আগের খননের প্রি-ওয়ার্ক মাপ নিতে হবে এবং ফাইনাল মাপ দেওয়ার পর প্রি-ওয়ার্ক মাপ বাদ দিতে হবে।

৭. বিলের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত কল্পে বর্তমানে অবস্থিত বিল খননের মাটি পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে ফেলতে হবে। এ দূরত্বকে বিলের সেটব্যাক বলে। নকশা অংকনের স্পেশিফিকেশন অথবা উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী হতে হবে।

৮. বিলের যে পাশে নদী আছে তার বিপরীতে বরোপিট তৈরী করাতে হবে। যাতে বর্ষা/বন্যার পানি সহজে বিলে প্রবেশ করতে পারে এবং মাছ অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে।

৯. বিলের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত কল্পে নদীর পাশে বরোপিটের গভীরতা ১.২ মিটার অতিক্রম করা যাবে না। বরোপিট এক নাগাড়ে তৈরী না করে প্রতিটি ৩০ মিটার বরোপিটের মাঝে ৬ মিটার ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

১০. যথাযথ দূঢ়ীকরণ নিশ্চিত কল্পে বিলের মাটি ১৫০ মি.মি স্তরে এবং সব জায়গায় সমান উচ্চতায় ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেংগে ৫০ মি. মি. আকারে আনতে হবে। প্রথমে ১৫০ মি. মি.মাটির স্তরের উপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণ করাতে হবে। সঠিক মাত্রায় দৃঢ়ীকরণ হলে প্রথম স্তরের উপরে দ্বিতীয় ১৫০ মি.মি. পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে।

১১. এভাবে প্রতি স্তরে মাটি ফেলা এবং দৃঢ়ীকরণ সম্পূর্ণ করার পর বরোপিটের ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। বরোপিটে পানি জমা এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ক্ষয়রোধ কল্পে বরোপিটের কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পার্শ্বে ৫% ঢাল রেখে খনন কাজ সমাপ্তকরাতে হবে।

১২. বরোপিটের চূড়া ও পার্শ্ব ঢালে অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোন ফাক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। নতুন ঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।

১৩. বরোপিটের চূড়া সমতল করে গাছের চারা লাগিয়ে দিতে হবে।

মাটির কাজের (খাল খনন) টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধতিঃ

১. চুক্তিপত্রে তালিকাভূক্ত খাল খননের কাজ অবশ্যই টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন ও খনন পদ্ধতি অনুসরন করে এবং কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীর নির্দেশ ও ডিজাইন মোতাবেক সম্পন্ন করাতে হবে।

২. উপজেলা সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এইচএফএমএলআইপি প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং এলসিএস সভাপতি/সেক্রেটারী যৌথভাবে মাঠে গিয়ে খনন নকশার লে-আউট দিবেন।

৩. খালের কেন্দ্র রেখা বরাবর খুঁটি পুঁতে খালের কেন্দ্র বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। খালের গভীরতা ও পার্শ্ব ঢালের উপর নির্ভর করে খালের উভয় পার্শ্বের শেষ প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে। খালের শেষ প্রান্তে খুঁটি পুঁতে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৪. ৬০ মি.মি. ব্যাসের পরিপক্ক বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাটা পেরেক লাগিয়ে এবং দড়ি/রশি দিয়ে প্রোফাইল দাড় করাতে হবে।

৫. কাজ শুরুর পূর্বে খননকৃত খালের পানি সেচ পাম্প দিয়ে সেচে ফেলতে হবে এবং কোন প্রকার আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৬. খাল পুনঃ খননের ক্ষেত্রে আগের খননের প্রি-ওয়ার্ক মাপ নিতে হবে এবং ফাইনাল মাপ দেওয়ার পর প্রি-ওয়ার্ক মাপ বাদ দিতে হবে।

৭. খালের স্থায়ীত্ব নিশ্চিতকল্পে বর্তমানে অবস্থিত খাল খননের মাটি পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে ফেলতে হবে। ঐ দূরত্বকে খালের সেটব্যাক বলে। নকশা অংকনের স্পেশিফিকেশন উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী হতে হবে।

৮. খালের যে পাশে নদী আছে শুধু সেদিকেই বরোপিট তৈরী করতে হবে। যাতে বর্ষার পানি সহজে বিলে প্রবেশ করতে পারে এবং মাছ অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে।

৯. খালের স্থায়ীত্ব নিশ্চিতকল্পে নদীর পাশে বরোপিটের গভীরতা ১.২ মিটার অতিক্রম করা যাবেনা। পুকুরের চারিপার্শ্বে বরোপিট একনাগাড়ে তৈরী করতে হবে যাতে বন্যার পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

১০. যথাযথ দৃঢ়ীকরণ নিশ্চিতকল্পে খালের মাটি ১৫০ মি.মি স্তরে এবং সবজায়গায় সমান উচ্চতায় ছড়িয়ে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা অবশ্যই ভেংগে ৫০ মি. মি. আকারে আনতে হবে। প্রথমে ১৫০ মি. মি. মাটির স্তরের উপরের সকল অংশে দুরমুজের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণের পর দৃঢ়ীভবন পরীক্ষা করতে হবে। দৃঢ়ীকরণের মাত্রা কমপক্ষে ৮৫% হলে তা সঠিক মাত্রায় দৃঢ়ীভবন বলে গণ্য হবে। সঠিক মাত্রায় দৃঢ়ভবন হলে প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় ১৫০ মি.মি পুরু মাটির স্তর ফেলতে হবে।

১১. এভাবে প্রতি স্তরে মাটি ফেলা এবং দৃঢ়ীকরন সম্পূর্ণ করার পর বরোপিটের ঢাল ভালভাবে সমান করতে হবে। বরোপিটে পানি জমা এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে মাটি ক্ষয়রোধ কল্পে বরোপিটের কেন্দ্র রেখা থেকে উভয় পার্শ্বে ৫% ঢাল রেখে খনন কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

১২. বরোপিটের চূড়া ও পার্শ্ব ঢালে অবশ্যই ঘাসের চাপড়া দিয়ে কোন ফাঁক না রেখে আবৃত করে দিতে হবে। নতুন ঘাস না জন্মানো পর্যন্ত ঘাসের চাপড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।

১৩. বরোপিটের চূড়া সমতল করে গাছের চারা লাগিয়ে দিতে হবে।

(সংযুক্তি-৪)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

অগ্রীম অর্থ চাহিদা ফরম

স্কীমের নাম ঃ--চুক্তি নং ঃ ---------------কার্যাদেশ নং ------------- উপজেলা ঃ ------------------ জেলা ঃ --------------------------চুক্তির টাকার পরিমাণ (অংকে) ঃ টাকা ------- ------------------------ (কথায় -- ----------------------------) তারিখ ঃ --------------------,হিসাবের নামঃ--- ----------------------------, হিসাব নম্বরঃ------------------------------ ব্যাংকের নামঃ----------------------, শাখার নামঃ------------------------ ।

------------------------ এলসিএস সভাপতির স্বাক্ষর

------------------------ এলসিএস সেক্রেটারীর স্বাক্ষর

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত এলসিএস প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত এলসিএস সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দলের জন্য আগামী -- তারিখে ------------------ দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। অতএব, চুক্তিপত্রের ৮নং ধারা অনুযায়ী আমরা উপরোল্লিখিত এলসিএসকে (চুক্তি নং ------------------------) টাকা (অংকে) ------------------(কথায়)--------------------------------অগ্রীম প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

------------------------	------------------------	------------------------
এলসিএস অর্গানাইজারের নাম ও স্বাক্ষর	এসএমএস (ফিল্ড) এর স্বাক্ষর	উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও স্বাক্ষর

উপজেলা প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণিত এলসিএস এর বরাবর অগ্রীম ------------------------ টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

------------------------	------------------------
প্রকল্প সমন্বয়কারী এইচএফএমএলআইপি	সিঃ সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি

চুক্তিপত্র অনুযায়ী টাকা (অংকে) ---------------- (কথায়-------------------------- --------------------------------------) অগ্রীম প্রদান করা হলো

------------------------	------------------------
হিসাবরক্ষক এলজিইডি	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি

(সংযুক্তি-৫)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

চলতি/চূড়ান্ত বিল চাহিদা ফরম

স্কীমের নাম ঃ---চুক্তি নং ঃ ----------- কার্যাদেশ নং ------------- উপজেলা ঃ ------------------------ জেলা ঃ -----------------মোট চুক্তি মূল্য টাকা -------------------------------- এ পর্যন্ত গৃহীত মোট টাকার পরিমাণ ঃ------------------ সমন্বয়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ টাকা --------------- তারিখ ঃ -------------------, হিসাবের নামঃ------------ বর্তমান কিস্তির চাহিদা ঃ টাকা ---------------------- হিসাব নম্বরঃ------------ ব্যাংকের নামঃ--------------------, শাখার নামঃ------------------------ ।

অত্র চাহিদা ফরমে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ঃ টাকা ------------------------------ তারিখ ঃ -----------------

বর্তমান কিস্তি (টিক চিহ্ন দিন)ঃ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ/চূড়ান্ত

------------------------ এলসিএস সভাপতির স্বাক্ষর

------------------------ এলসিএস সেক্রেটারীর স্বাক্ষর

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত এলসিএস এ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত সকল কাজ অনুমোদিত নকশা ও টেকনিক্যাল স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত কাজ জনাব ঃ----------------------------এর পরিমাপ বইয়ের ------- নং পৃষ্ঠায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। এলসিএসকে (চুক্তি নং ---------) টাকা (অংকে) --------- (কথায়)------------------------------) প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

------------------------	------------------------	------------------------
এলসিএস অর্গানাইজারের নাম ও স্বাক্ষর	এসএমএস (ফিল্ড) এর স্বাক্ষর	উপজেলা প্রকৌশলীর নাম ও স্বাক্ষর

উপজেলা প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্ণিত এলসিএস এর বরাবর দ্বিতীয়/তৃতীয়/চূড়ান্ত কিস্তির------------------------ টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

------------------------	------------------------
প্রকল্প সমন্বয়কারী এইচএফএমএলআইপি	সিঃ সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি

এ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত কাজের মোট মূল্য	টাকা ----------------------
এ পর্যন্ত- অগ্রীম প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ	টাকা ----------------------
প্রদেয় অগ্রীম অর্থের পরিমাণ	টাকা ----------------------
বর্তমান কিস্তির নীট পরিমাণ	টাকা ----------------------

------------------------	------------------------
হিসাবরক্ষক এলজিইডি	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি

(সংযুক্তি-৬)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা ---------------------

তারিখ ঃ...............

পারিশ্রমিক পরিশোধ ফরম

উপ-প্রকল্প/স্কীমের নাম ঃ.............................. অবস্থান ঃ ....

ইউনিয়ন ঃ...উপজেলা ঃ ....

চুক্তি নং ঃ .... কিস্তি নং .... আবেদনকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা) ঃ ....

প্রাপ্ত সমুদয় কিস্তির অর্থের পরিমাণ (টাকা) ঃ ....

ক্র নং	শ্রমিকের নাম	সমুদয় কর্মদিবস (দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী)	প্রাপ্ত অর্থের পরিমান (বর্তমান কিস্তি) টাকা	ইতোপূর্বে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান টাকা	প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমান (সমুদয়) টাকা	স্বাক্ষর
মোটঃ						

এলসিএস সভাপতি

এলসিএস সেক্রেটারী

সংশি[]ষ্ট এলসিএস'র জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত
এলজিইডি কর্মকর্তার নাম, পদবী ও সীলসহ স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এলসিএস'র সেক্রেটারী দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের দৈনিক হাজিরা অনুযায়ী কিস্তির টাকা বিতরণ করবে। সকল কাজ সম্পাদনের পর অগ্রীম এবং পাওনা সংক্রান্ত সমুদয় টাকার সমন্বয় সাধন দ্বারা সকল হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে।

(সংযুক্তি-০৭)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ।

বিল/খাল উন্নয়ন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা

অর্থবছর ঃ
উপজেলা ঃ-----------------জেলাঃ--------------------------- ।

তারিখ ঃ

ক্র. নং	বিল/খালের নাম	ইউনিয়ন	এলসিএস নং	মাল কাজের অনুমোদিত বাজেট			এলসিএস সদস্য			কাজ সম্পাদনের সময়সীমা	গড় শ্রমিক সংখ্যা	কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	কাজ শেষ করার সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
				Cum	টাকা	শ্রমদিবস	সংগঠন ভুক্ত	সংগঠন বহির্ভূত	মোট					

স্বাক্ষর ঃ
এসও (সিস)/এলসিএস অর্গানাইজার
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।

স্বাক্ষর ঃ
এসএমএস (সিস)
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলজিইডি।

(সংযুক্তি-০৮)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ।

বিল/খাল উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন

অর্থবছরঃ-------------------------
উপজেলা ঃ-------------------জেলাঃ-------------------------- ।

ক্র. নং	বিল/খালের নাম	ইউনিয়ন	এলসিএস নং	মাটি কাজে অনুমোদিত বাজেট (এলসিএস অনুযায়ী)		এলসিএস একাউন্টে স্থানান্তর টাকার পরিমাণ	সম্পাদিত কাজ ও মজুরিকৃত টাকা, BOQ অনুযায়ী (ক্রমপুঞ্জিত)		শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিক দিবস (ক্রমপুঞ্জিত)						শ্রমিকের সংখ্যা (ভিজিডি সদস্য)		মন্তব্য
									পুরুষ		মহিলা		মোট				
				Cum	টাকা	এলসিএস অনুযায়ী	Cum	টাকা	সংখ্যা	শ্রমিক দিবস	সংখ্যা	শ্রমিক দিবস	সংখ্যা	শ্রমিক দিবস	পুরুষ	মহিলা	

স্বাক্ষর ঃ
এসও (বিল)/এলসিএস অর্গানাইজার
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।

স্বাক্ষর ঃ
এসএমএস (বিল)
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।

স্বাক্ষর ঃ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
এলজিইডি।

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলজিইডি।

(সংযুক্তি-০৯)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ।

সমাপনী প্রতিবেদন ফরম

স্কীমের নাম ঃ
কাজের পরিমাণ/দৈর্ঘ্য ঃ
প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) ঃ
মোট এলসিএস সংখ্যা ঃ

ক্র. নং	সাধারণ তথ্য				ভৌত অগ্রগতি			আর্থিক অগ্রগতি			সম্পাদিত কাজের গুনগতমান			মন্তব্য
	এলসিএস গঠন			চুক্তি মূল্য	লক্ষমাত্রা	অর্জন	%	বরাদ্দকৃত	পরিশোধিত	%	খুব ভাল	ভাল	ভাল নয়	
	পুরুষ	মহিলা	মোট	টাকা	ঘনমিটার	ঘনমিটার		টাকা	টাকা		টাকা	টাকা		

* খুব ভাল ঃ ১। ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি > ৯০% ২। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদিত।
ভাল ঃ ১। ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি ৬০%- ৯০% ২। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদিত।
ভাল নয় ঃ ১। ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি < ৬০% ২। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সম্পাদিত নয়।

স্বাক্ষর ঃ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী,
এলজিইডি।

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলজিইডি।

(সংযুক্তি-১০)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলসিএস ফাইল সংক্রান্ত চেকলিষ্ট ঃ

১। ডিপিপি'র ফটোকপি / স্কীম গ্রহনের সূত্র।
২। প্রস্তাবিত স্কীমের অফিস কপি।
৩। অনুমোদন পত্রসহ অনুমোদিত স্কীমের প্রাক্কলন, ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেশিফিকেশন।
৪। সংক্ষিপ্ত পিআরএ প্রতিবেদন।
৫। এলসিএস গঠন সংক্রান্ত এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকায় সংযুক্ত সংশি্লষ্ট ফরমেটসমূহ ।
৬। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত এলসিএস সদস্যদের তালিকা ।
৭। এলসিএস সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় ছবি এবং পরিচিতি (জাতীয় পরিচয় পত্র)।
৮। এলসিএস সভাপতি ও সেক্রেটারীর সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী'র চুক্তিনামা
৯। এলসিএস'র অনুকূলে অগ্রিম ও চুড়ান্ত চাহিদাপত্র।